আমার জীবনে -- আপনি, রবি ঠাকুর

- সুপর্ণা বসু

শ্রদ্ধাষ্পদেষু,

রোজ সকালের ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা আর আনন্দবাজারের সঙ্গে; শনিবারের মাঝ-সকালের দ্বিতীয় কাপের সঙ্গে; মাইসোর রোডের বোসবাবুর মধ্যাহ্ন ভোজনের কিছুক্ষণ পরেই; সাড়ে চারটেয় "মধু মহলে"র গরম গরম সিঙাড়ার সঙ্গে; রাধুবাবুর দোকানের সান্ধ্য চা-কবিরাজি-আড্ডার সঙ্গে; জ্যোতিবাবুর আমলে সন্ধ্যেবেলায় লোডশেডিংয়ে মায়ের গলায় জর্জ মামার(বিশ্বাস) পছন্দের গানে -- আপনি রোজই ছিলেন বর্তমান। বাঙালির সর্বঘটে কাঁঠালিকলা, গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজোর মত আপনি ছিলেন, আছেন, থাকবেন।

জ্ঞান হবার পর থেকে দেখছি সবুজ রঙের চুনকাম করা দেওয়ালে দাদু-দিদা-ঠাকুর্দা-ঠাকুমার ছবির পাশেই আপনার শ্মশ্রুগুম্ফশোভিত সেপিয়া টোনের ছবি টাঙানো। শুধু আমাদের বাড়িতে নয় -- পাইকপাড়ার ছোটপিসি, কালিঘাটের নিশীথকাকু, ব্রহ্মপুরের নির্মলমামু, মৌলালির নমিতা মাসি, ডোভার লেনের ঊষা মাসিমা-- সকলের বাড়িতেই আপনার ছবি ছিল। আপনি তো পরিবারের একজন !

ইস্কুলে গিয়েও রেহাই নেই । যে আপনি ইস্কুলের ছকে বাঁধা পড়াশুনো পছন্দ করতেন না, সেই আপনার প্রবল-প্রতাপে আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত । "সহজ-পাঠ" যদি বা এড়ানো গেল, "ছেলেবেলা" এল । তারপর, আপনার প্রখ্যাত ছোটগল্পের তাড়নায় উচ্চ মাধ্যমিক অবধি আমরা ছাত্রছাত্রীরা আপনার কলমের অত্যাচারে জর্জরিত । একি সুবিচার, ঠাকুরমশাই ? লেখার সময়ে কি আপনি ভেবেছিলেন অধস্তন চতুর্দশ পুরুষ বঙ্গসন্তানদের জীবনে আপনি কি বিপদ এনে দিচ্ছেন ?

ইস্কুলে আবার শুধু পড়াশুনো করে নিস্তার নেই । আমাদের ইস্কুলের আবার শান্তিনিকেতনের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক । বিকেলে সাদার্ণ এ্যাভিনিউ-তে পার্কে খেলতে আসার নাম করে "তাসের দেশ" এর রিহার্সালে আর শনিবারের গানের ক্লাসে উঁকিঝুঁকি মারা । শুধু "পঁচিশে" বৈশাখ আর "বাইশে" শ্রাবণ নম নম করে সেরে দেওয়া নয় । সারা বছরই আপনি কোনো না কোনো রূপে আছেনই । এক একটা ছবি ভেসে আসে, চলে যায় -- পাঁচ বছর বয়সে "চৈত্র-পবনে" গাইছি, তখন নার্সারিতে পড়ি । (কৃষ্ণা আন্টি পাশে হারমোনিয়ামে, দশভুজা হয়ে সামলাচ্ছেন সব দিক -- বেলো করছেন, আবার ছোট্ট গায়িকার মুখ মাইকের থেকে সরে গেলেই ঘুরিয়ে দিচ্ছেন -- আমার আবার ছোটবেলা থেকে মাইক-ফিটিং গলা কিনা !) ১১ বছর বয়সে Teachers Dayতে "ভিক্ষুণীর অধম সুপ্রিয়া" সাজা -- এবার লীলা আন্টি পেছন থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে দর্শকদের মুখোমুখি আনছেন ! তারপর ১৩ বছর বয়সে সাপ্তাহিক assemblyতে দুরু দুরু বক্ষে কম্পিত হস্তে ভাঙা গলায় গীতাঞ্জলির অনুবাদ থেকে পড়া, "Thou hast made me endless , such is thy pleasure." ১৬তে ক্লাশ টেনে পড়ি -- বেড়াতে গেছি স্কুলের সঙ্গে দিল্লী-আগ্রা-জয়পুর। সাত দিন গলা ফাটিয়ে হিন্দী ফিল্মি গান করেছি । ফিরে এসেই স্কুলে গানের প্রতিযোগিতা । গান গাইতে বসেছি -- পেছনে রেক্টর স্যার আর রত্না আন্টি বলাবলি করছেন, "দেখছেন মেয়েটা এই ক দিন দারুণ গাইল, একদম গলা বসেনি !" ব্যাস, ওমনি আমার "আকাশ জুড়ে শুনিনু" গাইতে গাইতে গলা ভেঙে গেল । আপনি আর আপনার গান কি আমায় কম বিপদে ফেলেছেন, স্যার ?

তবে হ্যাঁ, বিপদে ফেলেছেন যেমন, আবার ত্রাণকর্তার ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হয়েছেন ঠিকই । প্রথমবার আমাকে যখন পাত্রপক্ষ দেখতে এসেছিল, পাত্রের মা বললেন, "একটু হেঁটে দেখাও তো মা" । তখন না হোঁচট খেয়ে হাঁটলাম বটে, কিন্তু গলার মধ্যে দলা পাকিয়ে উঠছে অসন্তোষ আর অপমানের জ্বালা । তারপর তিনি যখন বললেন, "গান নিশ্চয়ই গাইতে পার ? গাও গাও ।" তখন আপনার অমৃতের আস্বাদ নিয়ে গেয়ে উঠি,

"বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয় ।
দুঃখতাপে ব্যথিতচিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা
দুঃখে যেন করিতে পারি জয় ।"

প্রথম দর্শনে ও প্রথম শ্রবণে হবু শাশুড়ী করলেন reject, বাতিল । তারপর হাওড়া ব্রিজের তলা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে । আমি অনেক পাত্রের / পাত্রপক্ষের দ্বারা খারিজ হয়ে অবশেষে সুপাত্রের এবং সুপাত্রপক্ষের গলায় ঝুলে কালাপানি পার হয়ে "এলেম নতুন দেশে" । বিভিন্ন সময়ে আপনার পূজার ছলে আপনাকে ভুলে থাকি বটেই , তবে আবার মনেও রাখি । আর হ্যাঁ, মনের গানই বলুন, লেখার হাতই বলুন, কি হাতের লেখাই বলুন -- সব কিছুর জন্যই আপনি মশাই সাংঘাতিক ভাবে দায়ী ! দুঃখে - সুখে - নেচে - গেয়ে - কবিতা পড়ে - শুয়ে - ঘুমিয়ে - চা খেয়ে - না খেয়ে - পড়িয়ে - গড়িয়ে - হেঁচে - কেশে - লোডশেডিংএ - পাত্রপক্ষের সামনে -- আপনাকে ছাড়া জীবন যেন কল্পনাই করতে পারি না । শুধু আমি নই, আমার মত শত সহস্র কোটি অসংখ্য লোকও পারে না -- আজও ।

প্রণামান্তে –
একটি সাধারণ মেয়ে ।